দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 17 Jun 1990 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

21

সাক্ষরতা হারে বন্ধ্যাত্ব

জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা ২৩·৮ ভাগ। এ হিসেব ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী। এরপর গত প্রায় ১০ বছরে সাক্ষরতার হারে বড় ধরনের কোন অগ্রগতি ঘটার লক্ষণ নেই। দশকের পর দশক ধরে আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার প্রায় একই স্থানে মার্কটাইম করে যাচ্ছে। পাকিস্তান আমল থেকে শুনে আসছি সাক্ষরতার হার ২০-এর কাছাকাছি। স্বাধীনতার পর প্রায় দুই দশক কেটে গেল। এখনও এই হার ২০-এর কোঠার গোড়ায় ঝিম মেরে আছে।

অথচ সাক্ষরতা বৃদ্ধির মহিমা কীর্তন করে কতইনা ঢাক ঢোল পেটানো হচ্ছে। ১৯৯২ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জন, আগামী ৫ বছরে ৫০ শতাংশে সাক্ষরতা, ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা-এসব বিরামহীন সরকারী বুলি কেবল তাদের অন্তরসারশূন্যতাই প্রমাণ করে চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশে মোট নিরক্ষরের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে।

কোন রকমে নাম দস্তখত বা সামান্য কিছু লিখতে ও পড়তে পারাকেই সাক্ষরতার মানদণ্ড হিসাবে নেয়া হয়। কিন্তু বই পড়ে পঠিত বিষয় বুঝতে পারে এমন লোকদেরই শুধু শিক্ষিতের মধ্যে গণ্য করলে দেশে প্রকৃত শিক্ষার হার হবে আরও কম।

প্রদত্ত হিসেব অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৮ কোটিরও বেশী লোক নিরক্ষর। অর্থাৎ ৬০-এর দশকে, এমনকি ১৯৭২ সালেও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা যা ছিল, বর্তমান বাংলাদেশে নিরক্ষর জনসংখ্যা তার চেয়ে বেশী।

দেশে শিক্ষা কার্যক্রমে বিরাজমান বাস্তবতায় সাক্ষরতার চিত্র ভিন্নতর হবার কোন কারণ নেই। বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব অধ্যাপক মোঃ ওসমান গনি প্রদত্ত এক হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের ৩২ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ১৯৮৭ সালে পরিচালিত বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষাশুমারির রিপোর্টে প্রদত্ত তথ্যে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশী গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়হীন। ২ বা ৩টি গ্রামের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র একটি। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটি আট/দশ লাখ। দেশের প্রায় দেড় কোটি স্কুল বয়সী শিশুর শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ স্কুলে নাম লেখানোর সুযোগ পায় না। বিভিন্ন সময় জরিপে দেখা গেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সংখ্যা মাত্র শতকরা ৫০/৬০ ভাগ। তাছাড়া যারা স্কুলে যায়, তাদের একটা অংশ এক বা দু'বছরের মধ্যে স্কুল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। সে হিসেব দেখলে দেশের শতকরা ৬০ ভাগ শিশুই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

প্রাথমিক শিক্ষার এই নৈরাশ্যজনক অবস্থায় সাক্ষরতার হারে স্থবিরতা ছাড়া আর কি আশা করা যায়? প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা আমরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সংসদকে জানান যে, যেহেতু ১৯৯১ সাল থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হচ্ছে, তাই শতকরা ১০০ ভাগ সাক্ষরতা অর্জনের জন্য পৃথক কোন পরিকল্পনা নেয়া হয়নি। তুখোড় যুক্তি! গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।

আমাদের দেশে এখনও গাছতলায় পাঠশালা বসতে বাধ্য হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা, দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা সর্বব্যাপী। প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার জীর্ণদশা সকলেরই জানা। এ অবস্থার নিরসনে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে শুধু হুকুম জারি করে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির আশা বৃথা।